بسم الله الرحمن الرحيم

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর
মিডিয়া কার্যালয়,
উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

حزب التحرير
HIZB UT TAHRIR

নং: ১৪৪২- ০১/০১ বৃহস্পতিবার, ১৪ মুহাররম, ১৪৪২ হিজরী ০৩/০৯/২০২০ ইং

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জির মৃত্যুতে বাংলাদেশে অর্ধনমিত জাতীয় পতাকা ও রাষ্ট্রীয় শোক পালন
বিশ্বাসঘাতক হাসিনা ভারতের প্রতি তার সীমাহীন আজ্ঞাবহতার নির্লজ্জ নিদর্শন দেখিয়েছে

ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জির মৃত্যুতে হাসিনা সরকার কর্তৃক ২ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় শোক দিবস পালনের সিদ্ধান্তের বিষয়ে জনগণ হতাশ এবং ক্ষুব্দ। তার প্রতি গভীর শোক প্রকাশ করে শেখ হাসিনা তাকে বাংলাদেশের একজন 'সত্যিকারের বন্ধু' হিসেবে অভিহিত করেছে। এছাড়াও, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) গভীর শোক প্রকাশ করেছে এবং বাংলাদেশের মানুষ ভারতের জনগণের মতো তার মৃত্যুতে সমান সহানুভূতিশীল বলে নির্লজ্জ মিথ্যাচার করেছে! সত্যিকার অর্থে, বাংলাদেশের মানুষ কখনই তাকে বন্ধু হিসাবে বিবেচনা করে না, বরং তার পরিবর্তে তাকে সেই পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে স্মরণ করে, যার আমলে (২০০৯ সালে) ভারত পিলখানায় নৃশংস হত্যাকাণ্ড চালিয়েছিল এবং আমাদের সাহসী ৫৭ জন সেনা কর্মকর্তাকে শহীদ করেছিল। প্রণবের জন্য বাংলাদেশের জনগণের কোন সহানুভূতিও নেই, কারণ তারা জানে আমাদের বোন ফেলানীর হত্যাকারী ঘাতক বিএসএফ জওয়ান সে রাষ্ট্রপতি থাকাকালীন ২০১৫ সালে খালাস পেয়েছিল। আর রাষ্ট্রপতি হিসাবে তার শেষ মেয়াদে বিএসএফ গুন্ডাদের কর্তৃক আমাদের জনগণকে হত্যা, আহত ও অপহরণের শত শত ঘটনাতো রয়েছেই। দেশের বর্তমান শাসকগোষ্ঠী এবং তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতিবিদদের এই ঘৃণ্য বক্তব্যগুলো স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, তারা কখনোই দেশের জনগণ ও জনগণের আবেগকে প্রতিনিধিত্ব করে না। তারা কেবলই কাফির সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন-বৃটেন দালাল, এবং তাই তাদের আঞ্চলিক চৌকিদার ভারতের প্রতিও তারা চরম অনুগত। যতই দিন অতিবাহিত হচ্ছে এই দালাল শাসকেরা কাফির- মুশরিকদের স্বার্থ রক্ষায় আরও মরিয়া হয়ে উঠছে। তাই যেখানে মুসলিম ও বাংলাদেশের সর্বাধিক শত্রু - মুশরিক রাষ্ট্র ভারতের প্রতি দেশের জনগণের ঘৃণা চরম পর্যায়ে সেখানে হাসিনা তার আজ্ঞাবহতা প্রমাণ করতে এই ঘৃণ্য পদক্ষেপ নিতে দ্বিধা করেনি।

হে মুসলিমগণ, বিক্রি হয়ে যাওয়া এই শাসকগোষ্ঠী কাফির- মুশরিকদের স্বার্থরক্ষার জন্য এবং আমাদের উপর আরও অপমান বয়ে আনতে কোন পথই বাকি রাখবেনা। এই বিশ্বাসঘাতকতা ও অপমানজনক অবস্থা অবসানের একমাত্র উপায় হল অনতিবিলম্বে নিষ্ঠাবান ও সাহসী নেতৃত্ব- মুসলিম উম্মাহ'র প্রকৃত অভিভাবক - এর নেতৃত্বে খিলাফতে রাশিদাহ্ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। আসন্ন খিলাফত রাষ্ট্রে এই ধর্মনিরপেক্ষ শাসকদের মতো রাষ্ট্রবিরোধী উপাদানগুলির জন্য কোনও জায়গা থাকবে না, যাদের মাধ্যমে কাফির- সাম্রাজ্যবাদীরা দেশের সার্বভৌমত্বকে খর্ব করাসহ আমাদের উপর আধিপত্য বিস্তারের সকল ঘৃণ্য পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে। **হিযবুত তাহ্‌রীর** প্রণীত খিলাফত রাষ্ট্রের খসড়া সংবিধানের ৭২ অনুচ্ছেদ মোতাবেক রাষ্ট্রের যে সকল নাগরিক শত্রু রাষ্ট্রের দালালি করে, সেসব দেশে ঘন ঘন ভ্রমন করে এবং তাদের পক্ষে গুপ্তচর বৃত্তি করে তারা রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য হুমকি। তাই আসন্ন খিলাফত রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিভাগ বর্তমান এই বিশ্বাসঘাতক দালাল শাসকদেরকে রাষ্ট্রদ্রোহী হিসেবে গ্রেপ্তার করে বিচারের আওতায় আনবে। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

*** يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا ***

হে মু'মিনগণ! তোমরা মু'মিনগণের পরিবর্তে কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তোমরা কি আল্লাহ্- কে তোমাদের বিরুদ্ধে স্পষ্ট প্রমাণ দিতে চাও? [সূরা নিসা:১৪৪]